কালের কন্ঠ ১৩.০৪.১৭

পায়রা বন্দরে শুরুতেই ৩২ কোটি টাকার শুল্কায়ন

লিমন বাসার ও জসীম পারভেজ
কলাপাড়া (পটুয়াখালী) থেকে ▷

২০১৮ সালের মধ্যে গভীর সমুদ্রে বড় বড় বয়া দিয়ে লাইটারেজের মাধ্যমে পায়রা বন্দরে পণ্য ওঠা-নামানোর কাজ শুরু হবে

প্রয়োজনীয় সক্ষমতা নিয়ে শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ রূপে চালু হতে যাচ্ছে দেশের তৃতীয় গভীর সমুদ্রবন্দর 'পায়রা সমুদ্রবন্দর'। সব ঠিক থাকলে ২০১৮ সালের মধ্যে ১০ মিটার গভীরতার চ্যানেল ড্রেজিং, একটি মাল্টিপারপাস, একটি বাল্ক টার্মিনালসহ অবকাঠামো তৈরি করে বন্দরটি পুরোপুরি চালু করা হবে। বর্তমানে ১৬ একর জায়গার ওপর ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি থাকায় বন্দরে এখন সীমিত আকারে পণ্য ওঠানামা ও খালাস করা হচ্ছে। পায়রা কাস্টমস হাউস সূত্র জানায়, বন্দরের কাজের উদ্বোধনের পর থেকেই সেখানে পণ্যবাহী বিভিন্ন জাহাজের মালপত্র খালাস করা হচ্ছে। গত বছরের ১ আগস্ট থেকে শুরু করে এ বছরের ১৪ মার্চ পর্যন্ত মোট ১০টি জাহাজের পণ্য এই বন্দরে খালাস করা হয়। যার শুল্কায়নের পরিমাণ সাড়ে ৩২ কোটি টাকার বেশি।

তাদের দেওয়া তথ্য অনুসারে, সর্বশেষ এ বছরের ১৪ মার্চ এমভি কেনারি জাহাজে করে ৫৫ হাজার ৯৫৮ টন গুঁড়া পাথর আনা হয়। এতে মোট ছয় কোটি ৮৬ লাখ ৬০ হাজার ১০০ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় চার কোটি ৭৩ লাখ ৫০ হাজার ৩২১ টাকা।

এর আগে সর্বপ্রথম এমভি ফরচুনবার্ড জাহাজে ২০১৬ সালের ১ আগস্ট ৫২ হাজার ৩৭৯ টন গুঁড়া পাথর খালাস করা হয়। এখানে মোট পাঁচ কোটি ৯০ লাখ ৯৫ হাজার ৫৯০ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় চার কোটি সাত লাখ ৫০ হাজার ৩৯০ টাকা। এরপর একই মাসের ১৪ আগস্ট সিমেন্ট ক্লিংকার খালাস করা হয় প্রায় ১২ হাজার ৫০২ টন। এটির চার কোটি ৯৯ লাখ ৮৫ হাজার ৬৭০ টাকার মধ্যে সাময়িক শুল্ক আদায় হয় এক কোটি ৭২ লাখ ১৯ হাজার ২৪৬ টাকা। ৬ সেপ্টেম্বর চায়না থেকে এলসির মাধ্যমে ড্রেজার মেশিন খালাস করা হয়। এটি শুল্কায়নের প্রক্রিয়া ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন। এরপর একই মাসের ২৭ সেপ্টেম্বর ১০৬ প্যাকেট ড্রেজার সরঞ্জাম খালাস করা হয়। এটির শুল্কায়নের প্রক্রিয়া ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন। ১৭ অক্টোবর ২৪ হাজার ৯৭১ টন ভারতীয় কালো পাথর খালাস করা হয়। এটির মোট দুই কোটি ৮৫ লাখ ৯৪ হাজার ৭১১ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় এক কোটি ৫১ লাখ ১৪ হাজার ৯৬৫ টাকা। ৭ অক্টোবর আট হাজার টন গুঁড়া পাথর খালাস করা হয়। এটির মোট ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৬১২ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় ৬২ লাখ পাঁচ হাজার ৭৩৩ টাকা। ৩০ অক্টোবর চায়না থেকে অ্যাংকর বোট আনা হয়। এটির শুল্কায়নের প্রক্রিয়া ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন। এরপর চলতি বছরে ৩০ জানুয়ারি চায়নিজ জাহাজ এমভিভ কমবিডকে করে ২১ হাজার ১৯৫ টন গুঁড়া পাথর আনা হয়। এটির মোট পাঁচ কোটি ১৩ লাখ ৮৪ হাজার ৬৯১ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় এক কোটি ৬০ লাখ এক হাজার ৮৪৬ টাকা। ২ ফেব্রুয়ারি ৪৬ হাজার ২০০ টন গুঁড়া পাথর আনা হয়। এটির মোট পাঁচ কোটি ৬৪ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ টাকা শুল্কায়নের বিপরীতে সাময়িক রাজস্ব আদায় হয় তিন কোটি ৮৯ লাখ ৫০ হাজার ৪৮২ টাকা।

বন্দরের শুল্ক কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার আব্দুল হান্নান জানান, এখন শুধু প্রাথমিক কাজ শুরু করা হয়েছে। সীমিত অবকাঠামো ও জনবল নিয়ে এক রকম পরীক্ষামূলক কাজ চলছে। এই বন্দরটি পুরোদমে চালু হলে এখান থেকেই প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে চার লেন রাস্তা এবং গভীর সমুদ্রে বড় বড় বয়া দিয়ে লাইটারেজ জাহাজের মাধ্যমে পায়রা বন্দরে পণ্য ওঠা-নামানোর কাজ শুরু করা হবে বলে জানান নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। তিনি বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে পায়রা বন্দর সম্পূর্ণভাবে চালু করার মাস্টারপ্ল্যান নিয়ে কাজ হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় ছয় হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করে পোর্ট টার্মিনাল ও ইপিজেড নির্মাণ করে গার্মেন্টসহ বিভিন্ন কল-কারখানা নির্মাণ করা হবে।

পায়রা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন এম সাইদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, তিন স্তরের পরিকল্পনায় বন্দরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হচ্ছে কনটেইনার, বাল্ক, সাধারণ কার্গো, এলএনজি টার্মিনাল, পেট্রোলিয়াম ও যাত্রী টার্মিনাল। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অঞ্চল, তৈরি পোশাক শিল্প, ওষুধশিল্প, সিমেন্টশিল্প, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, সার কারখানা, তেল শোধনাগার, বিমানবন্দর ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পসহ আরো অনেক শিল্প-কারখানা এখানে গড়ে তোলা হবে। এখানে গ্যাসের মাধ্যমে সার কারখানা চালু করা সম্ভব হবে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, ইপিজেড, এসইজেড, জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামত খাতে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। সব মিলিয়ে বদলে যাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনীতির চিত্র।

জানা গেছে, নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর কল্যাণে সরাসরি রেলপথ যাবে ঢাকা থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা হয়ে বরিশাল দিয়ে পটুয়াখালীর পায়রা সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত। পর্যায়ক্রমে এ কাজ শেষ করা হবে। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৯ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজ অর্থায়নে এক হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ধরা হয়েছে সাত হাজার ৯৯২ কোটি টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১৭ সালের জুলাই থেকে ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত। এই সময়সীমার মধ্যেই এ কাজ শেষ করতে চায় সরকার।

পায়রা বন্দর ব্যবহারে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে পণ্য আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের বিশেষ সুবিধাও দিতে যাচ্ছে সরকার। এর ফলে বন্দরটি চালুর মধ্য দিয়ে নিরাপদ বাল্ক পণ্য নদীপথে পরিবহনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে ব্যবসায়ীরা।